সংবাদ

তারিখ 03 JAN 2014
পৃ ৭

# মক (Mock) ক্লাসে আমি এবং আমার উপকরণসমূহ

সন্ধ্যা রাণী সাহা

(গতকালের পর)

ক্লাসের এককোণে উপকরণ-কর্নার আর এক কোণে বুক-কর্নার আগেই স্থাপন করলাম। বুক-কর্নারে আমার তৈরি বইগুলো এবং 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কর্মসূচি থেকে সরবরাহকৃত দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী শিশুতোষ বইগুলি রাখলাম। 'মক' ক্লাস নেয়ার সময়কার আমার অসঙ্গতি বিষয়েও কিছু বলতে হয়। পথে কুড়িয়ে পাওয়া চিকন তারের সঙ্গে গোলাকার ছোট সাদা আর্ট পেপারের টুকরো লাগিয়ে তার ওপর রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি আ-কার এবং এ-কার বসানো দুটি কানের দুল দুই কানে পরে নিলাম। ডান গালে 'লে' লেখা ছোট রঙিন কাগজ, বাম গালে 'খা' লেখা রঙিন কাগজ এবং কপালে 'পড়া' লেখা রঙিন কাগজ টিপের স্টাইলে আঠা দিয়ে লাগালাম। আমার পরিধানে ছিল খয়েরি এবং লাল মিশিয়ে তৈরি সোনালি পাড়ের চেক সুতি শাড়ি। 'মক' ক্লাসগুলোতে নিজেকে একজন বাঙালি মায়ের পোশাকে ভূষিত করতেই চেয়েছিলাম। আমার পাঠের শিরোনাম ছিল 'নানা রঙের ফুলফল'। আমি বাস্তব কতগুলো ফল যেমন- কলা, আম, পেয়ারা বাসা থেকে নিয়ে নিলাম। নানা রঙের কতগুলো ফুল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাগান থেকে নিলাম। এগুলো ডালায় করে নিয়ে শ্রেণীতে রাখলাম। নানা রঙের ফুল এবং ফলের একটি ছবি আমার কাঁচা হাতে একে রঙ করে নিলাম। ৪০ মিনিটের ক্লাসের সময় বিভাজনটা দর্শনীয় স্থানে টানালাম। কাল্পনিক শিখন স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পূর্বেই তিনটি দলে ভাগ করে নিলাম। যেমন- সাবলীলদের জবা দলে, শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে যারা রিডিং পড়তে পারে তাদের বেলী দলে এবং যারা শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্য ছাড়া পড়তে পারে তাদের-জুঁই দলে ভাগ করে দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীর নাম এবং কে কোন দলের তা টানালাম। উল্লেখ, প্রকৃত ক্লাসে শিক্ষার্থীদের যে তাদের শিখন অগ্রগতির স্তর অনুযায়ী এভাবে বিভাজন করা হয়েছে তা তারা যেন জানতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার কথা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে শ্রেণীতে বসে। এতে বলা হয় বড় দল-মিশ্রদল-বন্ধুদল। পাঁচ-ছয় শিক্ষার্থীকে ৫ মিনিট করে শিক্ষক নিজের কাছে নিয়ে প্রতিদিন নিবিড়ভাবে পাঠ শেখান এই পাঁচ-ছয় জনের দলকে আবার বলা হয় ছোট দল। আর প্রতিদিন ১ মিনিট করে যে ১৫ জনকে আসুল ধরে রিডিং পড়ানো হচ্ছে তারও লিস্ট শিক্ষকের কাছে থাকবে যেন সপ্তাহের মধ্যে সব শিক্ষার্থী সফলভাবে শিখতে পারে। গতানুগতিক ক্লাসের সঙ্গে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কর্মসূচির ক্লাসের কিছু পার্থক্য উল্লেখ্যযোগ্য। যেমন- গতানুগতিক ক্লাসের ৪০ মিনিটের কোন কাজে কত সময় তার উল্লেখ ছিল না। বর্তমানে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' প্রোগ্রাম শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা কত সময় ধরে কী কী কাজ করবে তার ধরাবাঁধা সময় রয়েছে। এখানে সব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক যেন ৪০ মিনিট ধরেই কাজে ব্যস্ত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হয়।

এবার আমার ক্লাসে ঢুকবার পালা। শ্রেণীতে ঢুকেই আমি শিক্ষার্থীরূপী প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। দুই-তিন জনকে স্পর্শ করে জানতে চাইলাম তারা কেমন আছে, কি খেয়ে এসেছে, পথে কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা ইত্যাদি। তারা আমার সঙ্গে ভালোভাবে রেসপন্স করছিল। বুঝলাম তারা বেশ খুশি আছে। আমি এই সুযোগে তাদের একটি ছড়া গানের সঙ্গে নাচার প্রস্তাব দিলাম। সবাই উঠে মাঝখানে চলে আসলো। অবশ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ২৭। তিন জন ছিল পর্যবেক্ষক। আমরা একসঙ্গে এমনভাবে গান করছিলাম আর নাচছিলাম যে ওই সময় কে শিক্ষক আর কে শিক্ষার্থী তা বোঝার উপায় ছিল না। বয়স্ক শিক্ষকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবার আমি তাদের ধন্যবাদ দিয়ে জায়গায় গিয়ে বসতে বললাম। আমি আমার সঙ্গে থাকা নানা রঙের ফুল-ফলের ছবিটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখালাম। নানা রঙের বাস্তব ফুলফলগুলোও আমি ডালায় করে নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখালাম। তারা উৎসাহিত হলো। তারা আমার মাথার টুপিটা, কানের দুল দুটি এবং গালে ও কপালে শোভিত স্টিকারগুলোর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছিল। আমি টুপিটা আমার মাথা থেকে নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাউকে কাউকে পরালাম। এরপর হোয়াইট বোর্ডে গোল দাগ দিয়ে তার মধ্যে আকার লিখে কয়েকজনকে আ-কার দিয়ে তৈরি শব্দ লেখার আহ্বান জানালাম। তারা লিখল। এবার আমি পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী গঠিত দলভিত্তিক কাজের নির্দেশনা দিলাম। তারা ১৫ মিনিট ধরে কাজ করবে। যাদের কাজ শেষ হবে তারা ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে এবং ছবির নিচে ইচ্ছেমতো কয়েকটি সহজ বাক্য নিজ থেকে লিখবে। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কর্মসূচিতে যার নাম দেয়া হয়েছে 'আমার আঁকা আমার লেখা।' পরে এক সময় এই আঁকা এবং লেখাগুলো একত্রিত করে সুন্দর নাম দিয়ে বই তৈরি করা হবে। ছবি আঁকা শেষে শিক্ষার্থীরা বুক-কর্নার থেকে বই এনে পড়তে থাকবে। শুভেচ্ছা বিনিময় থেকে নির্দেশনা পর্যন্ত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে ১০ মিনিট থাকলাম। এবার আমি পাঠ্যপুস্তকের পাঠ থেকে ১ মিনিট করে ১ শিক্ষার্থীকে আসুল ধরে ধরে মোট ১৫ মিনিট ১৫ জনকে রিডিং পড়ালাম। তারপর ৫ জন করে শিক্ষার্থীকে নিজের কাছে এনে আমার তৈরি উপকরণগুলো এবং পাঠ্যপুস্তক থেকে পাঠ শিখালাম। ৫ মিনিট করে আমি ১৫ মিনিটে ৩টি ছোট দলকে পড়ালাম। আমি যাদের রিডিং পড়ালাম এবং যাদের ছোট দলে শিখালাম তাদের জন্য নোট রাখলাম। যেন পর্যায়ক্রমে সবাই আমার কাছ থেকে শেখার সুযোগ পায়। এভাবে ৪০ মিনিট শেষ হলো। আমরা 'আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই' রবীন্দ্র সংগীতটি গাইতে গাইতে বিদায় নিলাম।

পর্যবেক্ষক শিক্ষক তিনজন শ্রেণীকাজ নোট করছিলেন। ক্লাসে আর একজন পর্যবেক্ষক ছিলেন তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' এর ট্রেনিং পর্যবেক্ষণ করতে আসা মীর্জা নুরুন্নাহার। যার কাছে আমার 'শিখবে প্রতিটি শিশু' সম্বন্ধে হাতেখড়ি। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মীর্জা নুরুন্নাহার বয়সে আমার অনেক ছোট এবং চাকরিতে জুনিয়র হলেও জ্ঞানে, দক্ষতায় আমার চেয়ে অনেক বড়। তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। পর্যবেক্ষক শিক্ষক তিনজন এবং শিক্ষার্থীরা আমার অনেক প্রশংসা করলেন। এই তো পাওয়া আর কী চাই?

এই ক্লাসে পাঠ সংশ্লিষ্ট আকর্ষণীয় সব উপকরণ তথা উপকরণ-কর্নার, বুক-কর্নার, আমার আঁকা আমার লেখা, ১ মিনিট রিডিং, ওরু এবং শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গান এবং নাচ, ছোটদলের কাজ, পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী দল বিভাজন, বড়দল-মিশ্রদল-বন্ধুদল, পাঠ পরিকল্পনা তথা পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি সবটাই লক্ষ্য করার মতো। আমরা দেখেছি পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৮২৫ দিন অনেক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকলেও রিডিং পড়তে পারে না। যা পরে তাদের ঝরে পড়ার প্রধান কারণ। কাজেই আমাদের 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কর্মসূচির বাইরের বিদ্যালয়গুলোর অনুরূপ উপকরণের ব্যবহার, বুক কর্নার, আসুল ধরে সবাইকে রিডিং পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা, আনন্দঘন শ্রেণী পরিবেশ তৈরি, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এসব চালু করা দরকার।

গতানুগতিক ক্লাসে উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও উপকরণ তৈরি এবং ব্যবহারের বিষয়ে শিক্ষকের নিরুৎসাহ আমাদের ব্যথিত করে। কিন্তু 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কর্মসূচিতে উপকরণ তৈরি এবং ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণকালে হাতেকলমে শিক্ষা দেয়ায় ওই বিষয়ে শিক্ষকের উৎসাহ এবং জবাবদিহিতা বেশি থাকে। আমি নিজেও 'শিখবে প্রতিটি শিশু'র প্রশিক্ষণ নেয়ার আগে এতটা ভাবিনি। গণিত প্রশিক্ষণ এহণকালে কনসালট্যান্ট ড. জহুরা আমাদের আকর্ষণীয় উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টা বুঝিয়ে দেন। তিনি রাত জেগে আমাদের জন্য নানা উপকরণ তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন। এখন কথা হলো উনারা শেখালেন আমরা শিখলাম, শিক্ষকদের শিখালাম কিন্তু শ্রেণীকক্ষের দৈনন্দিন শ্রেণী কাজে যদি এর প্রতিফলন না ঘটে তাহলে তো সবই বৃথা হয়ে যায়। তাই আমার মনে হয় সব প্রশিক্ষণে নিবিড়ভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনকারীদের অর্থাৎ শিক্ষকদের তৃণমূল পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের উপস্থিতি যে কোনভাবে নিশ্চিত করা দরকার। শিক্ষক এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় কিছু কিছু কর্মকর্তা যাদের কথনো ওই সব শিক্ষকদের স্কুলে গিয়ে দেখার সুযোগ নেই তারাও সুযোগ বুঝে একসময় প্রশিক্ষক হিসেবে এসে থাকেন। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের মাঝায় প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের বিষয়টি একটু কম গুরুত্ব পেতে পারে। অথচ ট্রেনিং সেন্টার আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ এ দুয়ের সমন্বয় না ঘটলে প্রশিক্ষণ অর্থহীন একথা সবার জানা। আর এই সমন্বয় সাধনকারীর ভূমিকা পালন করে প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করতে পারেন শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণকারী সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসাররাই। কারণ তাদের প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার ক্লাস্টারের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। অন্য কারও সে সুযোগ নেই।

[লেখক : সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, গাজীপুর]